গাংনীতে লাটাহাম্বার কেড়ে নিল প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীর প্রাণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় স্যালো ইঞ্জিনচালিত অবৈধ যান লাটাহাম্বার চাপায় সানজিদা খাতুন (৬) নামে প্রথম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (৯ মে) সকাল পৌনে ১১টার দিকে তেঁতুলবাড়িয়া-বামন্দী সড়কের করমদি সন্ধানী মোড়ের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর পালিয়ে যাওয়ার সময় চালক সাব্বির হোসেনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে স্থানীয় জনতা।

নিহত সানজিদা খাতুন করমদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং করমদি গ্রামের কাপড় ব্যবসায়ী সাজেদুল হকের মেয়ে।

স্থানীয়রা জানান, সানজিদা খাতুন রাস্তা পার হওয়ার সময় তেঁতুলবাড়িয়া এলাকা থেকে বেপরোয়া গতিতে আসা বালুবোঝাই স্যালো ইঞ্জিনচালিত অবৈধ যান লাটাহাম্বার তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই শিশুটির মৃত্যু হয়।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদ হোসেন বলেন, দুর্ঘটনার পর চালক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ক্ষুব্ধ জনতা তাকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় সভা

সংগঠন ও সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে জনগণের বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে মেহেরপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার দলীয় কার্যালয়ের মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ।

সভায় বক্তারা সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা, তৃণমূল নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং চলমান রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ওয়ার্ড বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের খোকসায় গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা কদমতলা পাড়ায় সুমি আক্তার (৩৫) নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকালে স্থানীয়দের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।

নিহত সুমি আক্তার খোকসা কদমতলা পাড়া গ্রামের সেলিমের স্ত্রী। ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের মধ্যে এটি আত্মহত্যা নাকি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তা নিয়ে নানা আলোচনা চলছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘরের ভেতরে সুমির মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘরের দরজা ভেতর থেকে আটকানো ছিল। তবে ঘরের পেছনের একটি জানালা খোলা থাকায় ঘটনাটি নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের ধারণা, তাকে হত্যা করে ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখে তার স্বামী সেলিম পালিয়ে যেতে পারেন।

স্থানীয়রা ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর মর্গে পাঠায়।

এ বিষয়ে পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

মেহেরপুরের বামন্দীতে ৩৫ পিস ইয়াবাসহ একজন আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারে অভিযান চালিয়ে ৩৫ পিস ইয়াবাসহ আবু সাঈদ নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প।

শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে বামন্দী বাজার এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক আবু সাঈদ (৩৫) বামন্দী ইউনিয়নের তেরাইল গ্রামের সুলতান হোসেনের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহুরুল ইসলাম-এর নেতৃত্বে বামন্দী পুলিশ

ক্যাম্পের সদস্যরা বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় আবু সাঈদের কাছ থেকে ৩৫ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

মেহেরপুরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন কবি ও গবেষক ড. গাজী রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। এসময় আরও বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মইনুল ইসলাম।

বক্তারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বাঙালির জীবনধারায় তার অবদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তারা বলেন, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি আজও বাঙালির চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করছে।

আলোচনা সভা শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীরা সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)

পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, শেখ তৌহিদুল কবীর, শাকির আহমেদসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার ‘গডফাদার’ ফিলসন গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার প্রভাবশালী এজেন্ট ও সাইবার সুরক্ষা আইনের একাধিক মামলার পলাতক আসামি আখতারুজ্জামান ফিলসনকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আজ শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কোমরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান।

আখতারুজ্জামান ফিলসন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা আইনের দুটি মামলা এবং একটি রাজনৈতিক মামলা রয়েছে।

পুলিশ জানায়, গত ৪ নভেম্বর মেহেরপুরে হওয়া প্রথম সাইবার সুরক্ষা আইনের মামলার ১২ নম্বর এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি মুজিবনগর থানায় দায়ের হওয়া দ্বিতীয় সাইবার সুরক্ষা আইনের মামলার এক নম্বর আসামি ফিলসন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি পলাতক ছিলেন।

মামলার নথি অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক অনলাইন ক্যাসিনো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দেশে-বিদেশে অর্থ পাচার, বিকাশ, নগদ, রকেট ও উপায় অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার লেনদেন এবং ফেসবুক ও টেলিগ্রাম গ্রুপে দ্রুত আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে অনলাইন জুয়ার ফাঁদে ফেলতেন ফিলসন।

এর আগে ২০২৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাত দেড়টার দিকে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ ও কোমরপুর পুলিশ ক্যাম্পের যৌথ অভিযানে প্রথম মামলার আরেক আসামি জামান উদ্দিন ওরফে জামান মাস্টারকে নিজ বাড়ি থেকে

গ্রেপ্তার করা হয়। একই রাতে ফিলসনের বাড়িতেও অভিযান চালায় ডিবি পুলিশ। তবে সে সময় পালিয়ে যান ফিলসন।

এলাকাবাসীর দাবি, অভিযানের পর দিন কোমরপুর বাজারের বিভিন্ন চায়ের দোকানে বসে ওই ঘটনার গল্প করেন তিনি। এরপর থেকে নিয়মিত বাড়িতে থাকতেন না। আত্মগোপনে থেকেও অনলাইন জুয়া ও মানি লন্ডারিংয়ের কার্যক্রম চালিয়ে যান বলে অভিযোগ রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মাত্র চার বছর আগেও ট্রাকচালক ছিলেন আখতারুজ্জামান ফিলসন। অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি শত কোটি টাকার মালিক বনে যান। অনলাইন জুয়া ও বিভিন্ন প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত সিমকার্ড সরবরাহে সিম কোম্পানির প্রতিনিধি, জুয়াড়ি ও স্ক্যামারদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতেন তিনি।

অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে, অনলাইন জুয়ার এজেন্টশিপ পরিচালনার মাধ্যমে অর্জিত অর্থে সম্প্রতি কোমরপুর বাজারে সিটি ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মালিক হন ফিলসন। অবৈধ লেনদেনের জন্য তিনি পাবনা জেলার একটি বিকাশ ও সিটি ব্যাংকের একটি শাখা ব্যবহার করতেন বলেও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এছাড়া মেহেরপুরজুড়ে বর্তমানে অনলাইন জুয়া পরিচালনায় সহস্রাধিক বাংলালিংক, এয়ারটেল, গ্রামীণফোন ও রবি সিম ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এসব সিমের অন্যতম বড় জোগানদাতা ছিলেন ফিলসন।

জেলা ডিবির ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী এশিয়া পোস্টকে বলেন, গ্রেপ্তারের সময় তার কাছ থেকে দুটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন জব্দ করা হয়েছে। ফোনগুলোর ফরেনসিক পরীক্ষা শেষে অনলাইন জুয়া পরিচালনা কিংবা মানি লন্ডারিংয়ের তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে নতুন মামলা করা হবে। বর্তমানে তাকে সাইবার সুরক্ষা আইনের দুটি মামলা ও রাজনৈতিক মামলার পলাতক আসামি হিসেবে আদালতে সোপর্দের প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুরে ইজিবাইক ছিনতাই ও মারধরের অভিযোগে মামলা

মেহেরপুরে ইজিবাইক ছিনতাই ও মারধরের অভিযোগে ৪ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ৫ মে মঙ্গলবার মেহেরপুরের সদর আমলী আদালতে হাজির মামলার বাদী আবু জাফর সিদ্দিক এ মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর-৪৮৯/২০২৬। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিচারক সদর থানার ওসিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

আসামীরা হলেন, সদর উপজেলার গোভিপুরের মৃত জিল্লুর রহমানের ছেলে মোঃ হাসান (৪৫), শহরের থানাপাড়ার মৃত আনোয়ার হোসেনের ছেলে মোঃ আসাদুজ্জামান ডাবু (৪৬), হাইস্কুলপাড়ার মৃত নিয়ামতুল্লাহ’র ছেলে মোঃ ইয়ারুল ইসলাম (৪৮), তাঁতীপাড়ার মোঃ আত্তাব কসাই এর ছেলে মোঃ রিপন (৪৪) ।

মামলার এজহারে বাদী বলেন, আমি ইজিবাহক চালক। গত ২৭ এপ্রিল রাত ১১ টার দিকে ইজিবাইক চালানো শেষে বাড়ী ফেরার পথে টিএন্ডটি মোড়ে পৌছালে আসামীরা লোহার রড, রামদা, চাপাতি ও হকিষ্টিক নিয়ে আমার ইজিবাইকের গতিরোধ করে এবং জোর পূর্বক আমাকে ইজিবাইক হইতে নামিয়ে দেয়। এসময় তারা ইজিবাইক ছিনিয়ে নিতে গেলে আমি বাঁধা দেওয়ায় আসামি আসাদুজ্জামান ডাবুর হাতে থাকা লোহার রড দিয়া খুন করার উদ্দেশ্যে আমার মাথায় আঘাত করলে আমি বাম হাতে দিয়ে ঠেকাইলে আঘাতে আমার বাম হাতের কনুইয়ের উপর লাগে এবং মারাত্মক জখম হয়।

এজাহারে তিনি আরো বলেন, এসময় আসামী হাসানের হাতে থাকা হকিষ্টিক দিয়ে আমার পিঠে, মাজায় ও দুই পায়ে এলোপাথাড়ি পিটিয়ে গুরুতর জখম করে দেয়। আসামি ইয়ারুল ও রিপন আমাকে এলোপাথাড়ি লাথি, কিল, ঘুসি মেরে মারাত্মক জখম করে । আমার চিৎকার শুনে সাক্ষীগণসহ পথচলতি লোকজন ছুটিয়া আসলেও অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী আসামীদের ভয়ে কেওই আমাকে সাহায্য করতে সাহসী হয়নি। আসামীরা আমার ইজিবাইক চালিয়ে কুষ্টিয়া অভিমুখে চলে যায়। স্থানীয়রা (সাক্ষীগণ) আমাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আমাকে ভর্তি করে নেন এবং তিন দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলাম।

মামলায় বাদির আইনজীবী আলামিন হোসেন জানান, মামলাটি আমলে নিয়ে

বিজ্ঞ বিচারক সদর থানার ওসিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

মেহেরপুরে উদ্ধারকৃত ৮২টি মোবাইল ও টাকা ফেরত পেলেন মালিকরা

মেহেরপুরের তিন উপজেলা থেকে ৮২টি হারানো মুঠোফোন ও প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত নগদ ৪৯ হাজার টাকা প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

বৃহস্পতিবার (৭ মে) সকাল সাড়ে ১১টায় পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এ পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসকল মোবাইল ও নগদ অর্থ প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেন।

এসময় তিনি বলেন, মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারে আরও সতর্ক থাকতে হবে। তিনি মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারে আরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন।

জানা গেছে, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল এপ্রিল ২০২৬ মাসে সাধারণ ডায়েরিভুক্ত মোট ৮২টি হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে বুঝিয়ে দেয়। এছাড়া ভুলবশত অন্য নম্বরে চলে যাওয়া এবং প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত নগদ অর্থ ও বিকাশের মোট ৪৯ হাজার টাকা উদ্ধার করে ভুক্তভোগীদের ফেরত দেওয়া হয়।

মেহেরপুরের শেখপাড়ায় রিকশাচালক

হত্যা মামলায় প্রধান আসামিসহ আটক ২

মেহেরপুর শহরের শেখপাড়ায় রিকশাচালক গোলাম হোসেন হত্যা মামলায় প্রধান আসামিসহ দু’জনকে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার সকাল ৭টার দিকে সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া এলাকা থেকে প্রধান আসামি কালুকে আটক করা হয়।

এর আগে মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে ঢাকা পালানোর পথে গাংনী এলাকা থেকে তার কথিত প্রেমিকা বন্যাকে আটক করা হয়।

পরে তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মেহেরপুর শহরের শেখপাড়ায় পরকীয়া প্রেমের সম্পর্কের জেরে স্ত্রীর সামনেই স্বামীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে খালাতো ভাই।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা রাতে এ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত গোলাম হোসেন (৪৫) পেশায় একজন রিকশাচালক। তিনি শেখপাড়ার রিয়াসিন আলীর ছেলে। নিহতের দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে। অভিযুক্ত কালু একই এলাকার আকবর আলীর ছেলে এবং নিহতের খালাতো ভাই।

এলাকাবাসী জানায়, অভিযুক্ত কালুর সঙ্গে প্রতিবেশী বন্যা নামের এক নারীর পরকীয়া সম্পর্ক নিয়ে এলাকায় আগে থেকেই উত্তেজনা বিরাজ করছিল। গত রবিবার একটি ছোটখাটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোলাম হোসেনকে মারধরের ঘটনাও ঘটে, যা পরে স্থানীয়ভাবে মীমাংসা করা হয়। তবে সেই বিরোধের জের ধরেই পরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী আলেয়া খাতুন বাদী হয়ে মঙ্গলবার রাতেই মেহেরপুর সদর থানায় কালু ও বন্যাকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

নিহতের স্ত্রী আলেয়া খাতুন জানান, তার স্বামী সন্ধ্যার পর বাড়িতে এসে গোসল করছিলেন। এ সময় হঠাৎ করে কালু পিছন থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাকে গুরুতর জখম করে। গুরুতর

অবস্থায় গোলাম হোসেনকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) ডা. জামিনুর রহমান খান বলেন, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নিহতের স্ত্রী বাদী হয়ে কালু ও তার প্রেমিকাকে আসামি করে মামলা দায়ের করেছেন। অভিযান চালিয়ে গাংনী থেকে প্রেমিকাকে এবং কুলবাড়িয়া এলাকা থেকে কালুকে আটক করা হয়েছে। পরে কালুর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তার বাড়ি থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

গাংনীতে দুটি ট্রান্সফরমার চুরি, দুশ্চিন্তায় কৃষক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মাঠ থেকে কৃষকের সেচ পাম্পের দুটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরি হয়েছে।

ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনায় সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় স্কিমের আওতায় থাকা ফসল নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা।

বুধবার (৬ মে) রাতের কোনো এক সময় গাংনীর রামনগর ও চরগোয়াল গ্রামের মাঠ থেকে পৃথকভাবে দুটি ট্রান্সফরমার চুরি হয়।

রামনগর গ্রামের কৃষক খলিল জানান, সেচ পাম্পে থাকা ট্রান্সফরমারটি রাতে চোরেরা বৈদ্যুতিক খুঁটিতে উঠে যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে যায়।

সকালে জমিতে সেচ দিতে গিয়ে তিনি দেখেন বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। পরে খুঁটির দিকে তাকিয়ে দেখেন ট্রান্সফরমারের সংযোগ তার বিচ্ছিন্ন।

নিচে পড়ে আছে ট্রান্সফরমারের ভেতরের তেল ও অন্যান্য সামগ্রী। তিনি বিষয়টি বামন্দী পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসে জানিয়েছেন। অপরদিকে চরগোয়াল গ্রামের কৃষক জাকির হোসেনের সেচ পাম্পের ট্রান্সফরমারটিও চুরি হয়েছে।

জাকির হোসেন বলেন, “আমার ট্রান্সফরমারটি লোহার শেকল ও রড দিয়ে মজবুত করে বাঁধা ছিল। তারপরও চোরেরা সেটি খুলে নিয়ে গেছে। এর চেয়ে বেশি নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব না। দ্রুত চোরদের আইনের আওতায় না আনলে মাঠ ফাঁকা হয়ে যাবে।”

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বামন্দী জোনাল অফিসের এজিএম (কম) সৌমিক জানান, রামনগর ও চরগোয়াল এলাকা থেকে দুটি ট্রান্সফরমার চুরির খবর পাওয়া গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, ট্রান্সফরমার চুরির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।